Edit with WPS Office

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর - পঞ্চম পর্ব শিক্ষাবর্ষ- ২০১৯ - ২০২০

বিষয়: প্রবন্ধ রচনা।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আজকের এই পর্বে আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে। ইতোপূর্বে তোমাদের জন্য নমুনা প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি বাক্যতত্ত্ব, বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ, সারাংশ, সারমর্ম, ভাব সম্প্রসারণ, সংলাপ রচনা এবং খুদে গল্প রচনা। গত চারটি পর্বের পর আজকের এই পঞ্চম পর্বটি একটু ভিন্ন কায়দায় তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে। সেই ভিন্ন কাজ এটি হলো যে রচনা বা প্রবন্ধ লিখন। যেটি মূলত একটি ব্যাপক সময়ের ব্যাপার। আমরা লক্ষ্য করেছি পরীক্ষার্থীরা প্রবন্ধ রচনার জন্য কমপক্ষে সময় বরাদ্দ করে থাকে ৪০ মিনিট। এখন আজকের যে নমুনা প্রশ্ন আমি তোমাদের কে দিতে যাচ্ছি সেটিতে প্রতিটিতে যদি আমি ৪০ মিনিটের উত্তর তৈরী করে পাঠাতে ব্যাপক সময় এবং অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী বিষয়টি আলোচনা করতে হবে। তাই আমি আজকে তোমাদেরকে প্রবন্ধ লেখা বিষয়ে নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কিভাবে উত্তর তৈরি করবে তার পরামর্শ জানিয়ে দিচ্ছি।

নমুনা প্রশ্ন: নিচের যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো।

ক) শ্রমের মর্যাদা

খ)বাংলা নববর্ষ

গ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান

ঘ) শীতের সকাল

ঙ)অধ্যবসায়।

শ্রমের মর্যাদা

শ্রমের মর্যাদা এই প্রবন্ধটি বিষয় লিখতে গেলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্রথমত যেকোনো রচনা প্রাক আলোচনা দিয়েই শুরু করতে হবে। প্রাক আলোচনা কে আমরা অনেকে বলে থাকি সূচনা। এই অংশে আমরা এবং শ্রমের মর্যাদা এ বিষয়ে একটি স্তবকে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় স্তবকে আমরা লিখব শ্রমের গুরুত্ব বিষয়ে। শ্রমের গুরুত্ব বিষয়ে কেন শ্রমের গুরুত্ব রয়েছে শ্রমের কারণে দেশ জাতি এবং একটি সমাজ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে দেশের উন্নয়ন কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে সে বিষয়টি আমরা এই অংশে নিয়ে আসব

তৃতীয় স্তবকে শ্রমের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা।শ্রেণীবিভাগ অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই

Edit with WPS Office

ভাগে বিভক্ত আমরা একটা কে বলছি কায়িক শ্রম আর অন্যটিকে বলছি মানসিক শ্রম। উভয় প্রকার শ্রম মানুষের ও দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। উভয় শ্রমের গুরুত্ব রয়েছে। এখন আমরা কি করে বুঝবো যে, কোনটি কোন জাতীয় শ্রম। তা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।। কায়িক শ্রম হল প্রতিনিয়ত শিল্প-কলকারখানা শ্রমিকদের শ্রম, কৃষি খামারে কৃষক এবং বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে যারা শারীরিকভাবে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন তারা মূলত কায়িক শ্রম দিচ্ছেন। অন্যদিকে আমরা দেখছি মানসিক শ্রম। যেমন একজন শিক্ষক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি- সাহিত্যিক ও অর্থনীতিবীদ। তাঁরা দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের মেধা দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, গবেষণা দিয়ে। তাই এটিকে আমরা বলছি মানসিক শ্রম। বিষয়টি তোমার আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে

চতুর্থ স্তবকে শ্রম ও উপার্জন বিষয়ে আলোচনা। এই অংশে শ্রমের সাথে উপার্জনের সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে আলোচনা করতে হবে শ্রমের সাথে পারিশ্রমিকের একটি বিষয় রয়েছে সেটা যেন সবাই মেনে চলে শ্রমের প্রকৃত মূল্য বা মর্যাদা যেন সবাই দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে। এই অংশে আমরা শ্রমিকদের কর্মঘন্টা ও পারিশ্রমিক বিষয়ে ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলন বা মে দিবসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে পারি

পঞ্চম স্তবকে সুস্থতার জন্য শ্রম বিষয়ক আলোচনা। সুস্থতার জন্য শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে। এটি বিশ্লেষণ করবে। পরিশ্রম বিহীন মানুষ কখনো সুস্থ থাকতে পারে না সে বিষয়ে এই অংশে আলোচনায় আসবে। আমাদের দেশের মধ্যে তুমি আসলে আমাদের যে মর্যাদা না দেওয়া বা নিম্ন স্তরের প্রতি

ষষ্ঠ স্তবকে আমাদের দেশে শ্রম বিমুখতা নিয়ে আলোচনা। শ্রমবিমুখ কথাটি দ্বারা বোঝাতে হবে দেশের নানা রকমের পেশা রয়েছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সমাজ সব পেশাকে সমানভাবে দেখেনা। কিছু কিছু পেশাকে নিম্নমানের বা আত্মসম্মানের অনুপোযোগী বলে মনে করে। এই মানসিকতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। দেশ ও সমাজের স্বার্থে এবং নিজের কল্যাণে কোন পেশায় গুরুত্বহীন বা নগন্য ভাবা উচিত হবে না।

সপ্তম স্তবকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় শ্রমের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অংশে বিজ্ঞানীরা তাঁদের শারীরিক ও মানসিক শ্রম দিয়ে আমাদের পৃথিবী আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের অবদান রয়েছে। তাঁদের অবদানের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা তাঁদের শ্রমের মর্যাদা দিতে পারি।

উপসংহার অংশে দেশ ও জাতির আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে শ্রমকে সম্মান বা মর্যাদা দিতে হবে। শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতি উন্নতির শিখরে আহরণ করতে পারবে। সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে প্রবন্ধের উত্তর শেষ করবে।

বাংলা নববর্ষ

ভূমিকা: বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন কে পহেলা বৈশাখ বলা হয় আমরা এই দিনটি নিয়ে কিভাবে আনন্দ এবং অনুষঙ্গের মাধ্যমে উদযাপন করে থাকে সে বিষয়টি এই অংশে আলোচনা করতে হবে।

Edit with WPS Office

বাংলা সনের জন্ম নববর্ষের সূচনা: বাংলাদেশের তথা বাঙালি জাতির জন্ম ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস থেকে জানা যায় এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় সভ্যতা, সংস্কৃতি, লোকাচার, উৎসব- পার্বণ সবই কৃষিভিত্তিক গড়ে উঠেছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বাঙালি লোকাচার এর সাথে বাংলা নববর্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষিভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে তৎকালীন শাসকরা বিশেষত সম্রাট আকবরের সময় এই বাংলা সনের প্রবর্তন করা হয়। সম্রাট আকবরের রাজসভার আমির ফতেউল্লাহ সিরাজী কে সম্রাট বাংলা সন তারিখ নির্ধারণ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ফতে উল্লাহ সিরাজী বৈশাখ থেকে 30 পর্যন্ত বাংলা সং নির্ধারণ করে দরবারে উপস্থাপন করেন। সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আহরণের সময় থেকে অর্থাৎ ১৬ মার্চ ১৫৫৬ সাল থেকে বাংলা সং অর্থাৎ বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। তখন থেকেই মানুষ বাংলা নববর্ষে তাদের হিসাব নিকাশ, দেনা পরিশোধ, খাজনা পরিশোধ ও বিভিন্ন প্রকার লেনদেন সম্পাদন করে আসছে।

পহেলা বৈশাখের গুরুত্ব: বাঙালি জাতির চেতনার সাথে মিশে আছে পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখ বাঙালির নানা কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে আছে। এখনো গ্রামীণ সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষি কাজে কৃষকরা বাংলা সনের হিসেব করেই চাষাবাদ করে থাকেন।

বর্ষবরণ: নববর্ষ উৎসবের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নেয়।............ এই অংশে তোমরা গ্রামে গঞ্জে এবং শহুরে জীবনে বর্ষবরণের নানা উৎসবের বর্ণনা করবে। বর্ষবরণ কে কেন্দ্র করে ছায়ানটের বাংলা নববর্ষ পালনের যে রীতি তৈরি হয়েছে তা আলোচনা করবে।

বাংলা নববর্ষের সার্বজনীন অনুষ্ঠান: এই অংশে তোমরা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে গ্রামগঞ্জে ও শহরে যে আয়োজন করা হয় যেটাকে আমরা বলি বৈশাখী মেলা তার বর্ণনা করবে। এরপর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হালখাতা উৎসবের বিষয়টি আলোচনা করবে। আরো অন্যতম একটি অনুষ্ঠান আমাদের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে সেটি হল পুণ্যাহ ও বৈসাবি। এই অনুষ্ঠান গুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

নববর্ষে প্রকৃতিতে বৈচিত্র: বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখে প্রকৃতি যে নানা রঙে সাজে সেটি এই অংশে তোমরা বর্ণনা করবে। প্রকৃতির রং মানুষের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের মনকে পুলকিত করে। সেটা আমরা কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা গান রচনা থেকেই অনুভব করতে পারি। এই বিষয়টি নিয়ে সামান্য হলেও আলোচনা করবে।

উপসংহার: নববর্ষ হলো নব উদ্যমে কাজ করার অনুপ্রেরণা। মানুষ এই দিনে পুরাতন বছরের যত ব্যর্থতা গ্লানি সব মুছে ফেলে নতুন জীবনের সফলতা কামনা করে। বাংলা নববর্ষ বাঙালির মনে নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান

ভূমিকা: সভ্যতার চরম উৎকর্ষের বিজ্ঞান একমাত্র নিয়ামক। ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে বিজ্ঞান মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে আধুনিক সভ্যতার মনিকোঠায়। মানুষ ও তার জীবন দানকারী সভ্যতাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছে বিজ্ঞান। এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার চিকিৎসা ব্যবস্থায় এনে দিয়েছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। যুগে যুগে রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ, নিরাময়, সবকিছুর ক্ষেত্রেই চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষকে আশাবাদী করেছে। বিজ্ঞানীদের নানা আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞান

Edit with WPS Office

সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। তাই বিশ্বব্যাপী করোনা বিপর্যয় থেকে মুক্তির আশায় মানুষ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দিকে চেয়ে আছে।

সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি: প্রাচীনকালে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি না থাকায় মানুষ গাছগাছালী, লতাপাতা, ঝাড়ফুঁক, পানি পড়া ইত্যাদিতে রোগমুক্তির চেষ্টা করত। এই চেষ্টায় অনেকেরই ভালোর চাইতে মন্দ পরিণতি দিয়েই জীবনাবসান হয়েছে। আর এই পদ্ধতির নাম হল, সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সূচনা: যুগ-যুগান্তরের চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যর্থতা দূর করতে বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এই উদ্ভবের পথ ধরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বৈজ্ঞানিক নানা গবেষণায় পেনিসিলিন, অ্যাসপিরিন, ক্লোরোমাইসিন ও ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়।তাই আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সূচনায় বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য।............

রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞান: এই অংশে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যেমন- এক্সরে, ইসিজি, সিটি স্ক্যান, মাইক্রোস্কোপ, আলট্রাসনোগ্রাফি, এনজিওগ্রাফি, এম আর আই সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে হবে।...............

রোগ প্রতিরোধে বিজ্ঞান: এই অংশে রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা এবং নানা ঔষধ টিকা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যেমন হাম, পোলিও, ডিপথেরিয়া, বসন্ত, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস, জলাতঙ্ক, নিপা এবং ইবোলা ভাইরাসের টিকা সম্পর্কে বলতে হবে। এমনকি অতিসম্প্রতি দেশে দেশে বিজ্ঞানীরা করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের জন্য যে সাধনা করছেন সে কথাটি উল্লেখ করতে হবে।.................

রোগ নিরাময়ে বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধি আজ নিরাময়যোগ্য হয়ে উঠেছে। রোগ নিরাময়ে আশ্চর্য জাদুকরী ক্ষমতা সম্পন্ন বিভিন্ন ঔষধ ও টিকার অবদান অপরিসীম। এই অংশে অবদান রাখা উল্লেখযোগ্য ঔষধ ও টিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে। এমনকি দেহে রোগের আগাম প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আবিষ্কৃত নানা ঔষধ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে।

....

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জেনেটিক টেকনোলজির অগ্রগতি: জেনেটিক টেকনোলজির মাধ্যমে মানব কোষে ক্রোমোজোম নিউক্লিয়াস গবেষণার মাধ্যমে ক্লোনিং পদ্ধতির আবিষ্কার বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অধ্যায়। এর মাধ্যমে দুরারোগ্য ব্যাধি শনাক্ত ও চিকিৎসাসহ কৃত্রিম রক্ত ও প্রোটিন আবিষ্কারে বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন।...............

উপসংহার: চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান এক অবিস্মরণীয় নাম। মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত। সর্বোপরি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ অকাল মৃত্যুতে রোধ করতে সক্ষম হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন মানবজাতিকে স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

সবাইকে আগাম ঈদ মোবারক জানিয়ে প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা কেন্দ্রিক নমুনা প্রশ্নোত্তরের পঞ্চম পর্ব এখানে শেষ করছি। আগামী পর্বে নির্বাচনী পরীক্ষা কেন্দ্রিক পাঠ পরিকল্পনায় নমুনা প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করা হবে।